দৈনিক বাংলা

তারিখ 14/11/79
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

230

16/11/79

আগামী মাসে সকল মহকুমায় স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন শুরু

দিনাজপুর, ১৩ই নবেম্বর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজ নিজ এলাকায় খাল খননে জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট আজ সকালে এখানে রাজশাহী বিভাগের ইউপি চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশের সকল মহকুমায় খাল খনন করতে যাচ্ছি। এটা আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে। সুতরাং এখন আপনাদের সকল জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন তাদের যথাযথভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হবে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া আরও বলেন, খাল খনন কর্মসূচীতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য, সরকারের সকল সংস্থা, বিএনপির সদস্য ও কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, এই খাল খনন ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। এই খাল মানুষকে খরা ও বন্যার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং খাদ্য উৎপাদনের সহায়ক হবে। এগুলো জনগণকে ভিক্ষা ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার কলংকের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং আমাদের অর্থনীতিতে সূচনা করবে এক সুস্থ পরিবর্তনের।

প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি নিজে খাল খনন অভিযানের অগ্রগতি দেখবেন। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই খনন কাজ শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, খাল খননের সময় সর্বদাই তারা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাবেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজশাহী বিভাগের ইউপি চেয়ারম্যানরা স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে নিজ নিজ এলাকায় খাল খননে জনগণকে সংঘবদ্ধ করার শপথ নেন। প্রেসিডেন্ট রাজশাহী বিভাগের দূর-দূরান্ত থেকে এ সম্মেলনে যোগদান করতে আসার জন্য চেয়ারম্যানদের ধন্যবাদ জানান।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে আরও বলেন, স্থানীয় সরকারকে অধিকতর কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে এগুলোর হাতে আরও দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করাই সরকারের নীতি এবং এই লক্ষ্যে ইউপি চেয়ারম্যানদের

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন

(১-এর পৃঃ পর)

১৯৭৭ সাল থেকে জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে জাতির সেবা করতে পারে সেজন্য এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

ইউপি চেয়ারম্যানদের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট বলেন, আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত আপনারা সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। গুটিকয়েক বাজে লোক ছাড়া আপনাদের অধিকাংশই সৎ ও দক্ষ। সামরিক শাসন আমলে আপনারা জনগণের কল্যাণে অনেক কিছু করেছেন। এখন জাতির স্বার্থে আপনাদের দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আজ গোটা দেশবাসী বিপ্লবের কথা বলছেন সুখের ব্যাপার, আমাদের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে এই বিপ্লবের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ। প্রচলিত ধাঁচে দেশের উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন বিপ্লবের।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এদেশের মাটিতেই গড়ে ওঠা চার মৌলনীতির অন্যতম। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যার ভিত্তি নয় এমন কোন রাজনীতির অস্তিত্ব যাতে এদেশে না থাকে তা সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা বিভেদের রাজনীতি পরিহার করে ঐক্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

প্রেসিডেন্ট জিয়া উল্লেখ করেন, আমাদের দেশে জমির একর প্রতি ফলন খুব কম। কিন্তু পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ফলন বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব। স্থানীয় সরকারকে এ সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে স্থানীয়ভাবে কৃষি সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, কারও জমি বা বাড়িঘর কেড়ে নেয়া বিপ্লবের লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য হচ্ছে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।